দৈনিক সংবাদ

70

তারিখ 09 SEP 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

২০৫ কোটি টাকার প্রকল্পে লোক নিয়োগ চলছে মন্ত্রী-এমপিদের ইচ্ছানুযায়ী

❑ খাল খননের পর দলীয় প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

শিশির শীল ।। দলীয় সুবিধাকে বিবেচনায় রেখে সরকার তড়িঘড়ি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ২০৫ কোটি.২৭ লাখ ১২ হাজার টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানায় মন্ত্রী ও সরকারদলীয় এমপিদের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে লোক নিয়োগ চলছে– যাদের অধিকাংশই বিএনপি'র স্থানীয় নেতা–কর্মী–সমর্থক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মূলত বিএনপি'র খাল খনন কর্মসূচীর মত দলীয় কর্মসূচী। যার কারণে এই প্রকল্পে দলীয় প্রভাবই বেশি বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কয়েকটি উর্ধ্বতন সূত্র স্বীকার করেছে।

সূত্রমতে, বিএনপি সরকারের শাসনামলের গত ৪ বছরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা নিরক্ষর কিশোর–কিশোরী–যুবক–বয়স্কদের স্বাক্ষরদানের লক্ষ্যে কয়েকশ' কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এই টাকার সিংহভাগ বারোভূতে লুটেপুটে খেয়েছে। কাগজে কলমে নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষার হার শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তব অবস্থা হলোঃ তা ১০ শতাংশেরও নিচে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে গত ৪ বছরে দেশের মাঠ পর্যায় থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে যে রিপোর্ট এসেছে, সেসব রিপোর্টের সারমর্ম হলোঃ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের হাল লোক নিয়োগ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

নিয়োগ ঃ চলছে ইচ্ছানুযায়ী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোন কোন জেলায় বছরে ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে ১শ' জন নিরক্ষর ব্যক্তিকেও স্বাক্ষর করা যায়নি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের মূল্যায়ন ঃ দেশের যেসব এলাকায় এ কার্যক্রম চালু আছে, সেসব এলাকার কোনখানেই প্রকল্পের সমন্বয় নেই। নেই কোন জবাবদিহিতা। নিরক্ষর কিশোর–কিশোরী–বয়স্কদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কাজে টানা যায়নি। মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে যারা নিরক্ষরদের অক্ষর শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত তারা কোন কোন মাসের পুরো মাস জুড়ে কাজে অনুপস্থিত থাকেন।

গত ৪ বছরের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির পরও সরকার আগামী নির্বাচনে লোক টানাসহ আনুষঙ্গিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ বছরের মধ্যে ৮ লাখ নিরক্ষর নারী–পুরুষকে স্বাক্ষর শিক্ষাদানের টার্গেট করা হয়েছে। অনেক আগেই সরকারের মন্ত্রী ও এমপিরা দেশজুড়ে এ প্রকল্পে লোক নিয়োগের জন্য তালিকা তৈরি শুরু করেছেন।

বিএনপি'র স্থানীয় নেতাদের কেউ কেউ এ প্রকল্পে চাকরি দেয়ার জন্য দলের বাইরে অনেক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানান সুযোগ–সুবিধা আদায় করছেন বলেও অভিযোগ মিলছে।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (একনেক) গত মাসের ৯ তারিখের সভায় অনুমোদন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রকল্পটি একনেক–এ উত্থাপন করে বলা হয়, প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অবিলম্বে অনুমোদিত না হলে প্রকল্পের ওপর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে আলোচনা চালানো অসুবিধা হবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ১৯৯৫ সাল হতে ২ হাজার সাল পর্যন্ত।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ২ হাজার সাল নাগাদ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কিশোর–কিশোরী ও বয়স্ক স্তরের সম্ভাব্য লোকসংখ্যা থাকবে ৪ কোটি ৫৬ লাখ। ইতিপূর্বে ২ হাজার সালের মধ্যে ২ কোটি ২৮ লাখ নিরক্ষরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত হওয়া আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৪২ লাখ ৯৬ হাজার কিশোর–কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষরকে শিক্ষা প্রদান সম্ভব হবে, যদি কিনা প্রকল্পের সব টাকার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়। বিগত ৪ বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের কথা উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান, বিগত বছরগুলোর ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫ বছরে ৪২ লাখ কেন ২ লাখ নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষরদান করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

সূত্রমতে, ২০৫ কোটি ২৭ লাখ ... হাজার টাকার এই প্রকল্পে ... সাহায্য রয়েছে ১২... ৪৪ কোটি ... সাহা...